বাণী

ডীন
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সভাপতি
বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি।

প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু পালনের কোন বিকল্প নেই। মানুষের ব্যাপক পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, পুঁজি বিনিয়োগ, মাংস ও পশুজাত পণ্য উৎপাদনে, স্ব-নির্ভর অর্জন, জৈব সার উৎপাদন, রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমানো, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জ্বালানী কাজে, মাংস ও পশুজাত পণ্য রপ্তানি, বায়ো-গ্যাস ও বিদুৎ উৎপাদন ইত্যাদিতে গবাদিপশু পালন ব্যপক ভূমিকা রেখে চলেছে। আগামী দিনে এই খাত আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশে মানুষের প্রানিজ আমিষ যেমন- দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে আমাদের দেশে সে সব গরু জাত আছে তা দিয়ে পূরণ সম্ভব নয়। তাই দেশীয় জাতের গরুর জাত উন্নয়নে বিদেশের জাতের সিমেন দিয়ে প্রজনন কার্যক্রম বাংলাদেশে শুরু করেছে সেই ১৯৫৮ সাল থেকে। যদিও এদেশে কৃত্রিম প্রজনন এর কার্যক্রম চলছে প্রায় ৬০ বছর ধরে, তবে এখনো পর্যন্ত দেশীয় জাতের গাভীর সংখ্যায় বেশী। জনবহুল এ দেশে এই ধীর গতিতে গাভীর জাত উন্নয়ন করলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতির পরিমান দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ফলে প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অচিরেই এদেশ পর-নির্ভরশীল হবে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব, বিধায় দেশে দুধ ও মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ কৃত্রিম প্রজননস সম্প্রসারণ ও ভ্রুন স্থানান্তর প্রকল্প হাতে নেন গত কয়েক বছর আগে। উক্ত প্রকল্পের একটি উদ্দ্যেশ্য ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একজন কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) কে প্রশিক্ষণ দিয়ে এআই কাজে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে করে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম পৌঁছে এবং দেশীয় গরু জাত উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল গাভী তৈরীর ফলে বেশী পরিমান দুধ ও মাংস উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান তৈরী হয়।

এরই ধারবাহিকতায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুন স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) আওতায় ---তম ব্যাচের এআই টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) দের ০৪ মেয়াদি প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (তাত্বিক ও ব্যবহারিক) কার্যক্রম কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, রাজশাহী গবাদি উন্নয়ন ও দুগ্ধ খামার, রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীতে এ মাসেই সফলভাবে সম্পন্ন হবে ইনশাল্লাহ। এ উপলক্ষ্যে ---তম ব্যাচের এআই টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) একটি স্মরনিকা প্রকাশ এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুন স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্পের আওতায় ৭০ ---জন দক্ষ এআই টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) হিসেবে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিজেকে আত্ন নিয়োগ করবেন যা গাভীর জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

আশা করা যায়, উক্ত স্মরনিকাটি কৃত্রিম প্রজননকারীদের পরিচিতি, প্রশিক্ষর্ণীদের অভিজ্ঞতা, তাদের সুপারিশমালা, প্রশিক্ষণকালীণ সময়ে বিভিন্ন ছবি, প্রশিক্ষর্ণীদের প্রবন্ধ, তথ্য সম্বলিত প্রশিক্ষনের বিভিন্ন দিক যা কৃত্রিম প্রজনন উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। "কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) -- তম ব্যাচের স্মরণীকা-২০২২" এর সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মো: জালাল উদ্দিন সরদার